দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 SEP 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

৮৪

রংপুর মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ ঘোষণা

ছাত্রাবাসে হামলা ।। নিহত ১ আহত ৪

রংপুর, ২৬শে সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।– রংপুর মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসে গতকাল গভীর রাতে একদল সশস্ত্র যুবক হামলা চালালে গুলীতে একজন নিহত ও চারজন আহত হবার পর আজ কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নিহত ও আহতরা সবাই ছাত্রলীগ (না–শ)–এর কর্মী।

ছাত্রলীগ (না–শ) অভিযোগ করেছে যে, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মীরা এ হামলা চালিয়েছে। ছাত্রদল এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

আহত ৪ জনের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশংকাজনক। নিহত ছাত্রের নাম –হাবিবুজ্জামান হাবিব। সে কারমাইকেল কলেজে অংক বিভাগে অনার্স প্রথম পর্বের ছাত্র। আহতরা হচ্ছে মণ্ডলা, মাহমুদ, রিপন ও আনোয়ার। আহতরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও কারমাইকেল কলেজের ছাত্র।

রংপুর মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পর ছাত্রছাত্রীরা হল ত্যাগ করেছে।

ছাত্রলীগ (না–শ) রংপুর মেডিক্যাল কলেজ শাখার সহ–সভাপতি সৈয়দ মামুনুর রহমান ২০ জনকে আসামী করে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা করেছেন।

রংপুরঃ পৃঃ ৮ কঃ ১।

রংপুর ঃ মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ ঘোষণা

(১ম পাতার পর)

এ ঘটনার প্রতিবাদে আগামী শনিবার ছাত্রলীগ (না–শ) রংপুরে অর্ধদিবস হরতাল ডেকেছে। ৮ ও ৫ দলীয় জোট এ হরতাল সমর্থন করেছে। রোববার পুরানো প্রেসক্লাব চত্বরে যৌথভাবে ছাত্রলীগ (না–শ) এবং ৮ ও ৫ দল এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছে।

ছাত্রলীগ (না–শ) অভিযোগ করেছে যে, পিন্টু ছাত্রাবাসের ৬৪ নম্বর কক্ষে বসে সাংগঠনিক আলাপ–আলোচনার সময় রাত ১২টার দিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ২০/৩০ জন কর্মী আগ্নেয়াস্ত্র, হাতবোমা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওই কক্ষের সামনে আসে। দরজা বন্ধ থাকায় দক্ষিণ দিকের জানালা ভেঙ্গে তারা এলোপাতারি গুলীবর্ষণ করতে থাকে। গুলীবিদ্ধ হয়ে হাবিবুজ্জামান হাবিব ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং অন্য চারজনও গুলীবিদ্ধ হয়। হামলাকারী ছাত্ররা পরে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে এবং আবারও হামলা চালায়। তারা ওই ছাত্রাবাসের ৪৬, ৬৩, ৬৪ ও ৬৮ নম্বর কক্ষ ভাংচুর ও লুট করে।

ছাত্রদল রংপুর জেলা শাখা বলেছে, এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে তাদের কোন নেতা–কর্মী জড়িত নয়। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার জন্যই ছাত্রলীগ (না–শ) এ ধরনের অভিযোগ করছে।

এদিকে পুলিশ গতরাতে কলেজের কয়েকশিট ছাত্রাবাসে তল্লাশি চালিয়ে ৭ জন ছাত্রকে গ্রেফতার ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করেছে। এ ছাড়াও শহর থেকে ছাত্রদলের ৪ জনকে আজ গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই ৭ জন কোন্ দলের তা জানা যায়নি। উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্র হচ্ছে, ২৩টি চাইনীজ কুড়াল, ১টি পিস্তল, ১টি কাটা রাইফেল, ১২টি তলোয়ার, ১১টি ছোরা, ১টি রামদা, ২টি ড্যাগার, ৬টি ককটেল ও ৬টি হকিস্টিক।

নিন্দা

কক্ষে হামলা চালানোর নিন্দা করে রংপুরের কয়েকটি রাজনৈতিক দল বিবৃতি দিয়েছে। এরা হচ্ছেন গণতান্ত্রিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়ামের সদস্য মোহাম্মদ আফজাল, আওয়ামী লীগ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস আহমদ, জাসদ (ইনু) জেলা শাখার সভাপতি মোসাদ্দেক হোসেন বাবলু, সিপিবি'র জেলা সম্পাদক শাহাদৎ হোসেন, ক্ষেতমজুর সমিতির জেলা সম্পাদক আমজাদ হোসেন, ছাত্র ইউনিয়নের ফয়েজুল কবির লিটন ও সুব্রত কুমার।

৮ ও ৫ দলের অভিযোগ

আজ রাতে ৮ ও ৫ দলীয় জোট এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছে যে, এই ঘটনার আসামীরা রংপুরে একজন মহিলা এমপি'র বাসায় অবস্থান করছে এবং রংপুরে অবস্থানরত একজন মন্ত্রী নিহত হাবিবের পিতাকে ডেকে নিয়ে মামলা না করার জন্য চাপ দিয়েছেন। তারা বলেন, গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে হলে বিএনপি'কে এ ধরনের কার্যকলাপ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।